MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

পথে পথে হামলা-বাধা মোকাবিলা করে ধর্ষণ বিরোধী লংমার্চ অনুষ্ঠিত

'ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ' শীর্ষক ব্যানারে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ অভিমুখে লংমার্চ শুরু করে বামপন্থী বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন। গতকাল সকালে রাজধানীর শাহবাগে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

দেশজুড়ে একের পর এক ঘটে চলছে ভয়াবহ নারী-শিশুধর্ষণ, হত্যা ও নির্যতন। নারীর প্রতি সহিংতা ক্রমাগত বাড়ছেই। ঘরে-বাইরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল-পরিবহণে, পাহাড়-সমতলে কোথায়ও দুই বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা কোনও বয়সের নারী আজ নিরাপদ নয়। এ ব্যাধির উৎস–গণতন্ত্রহীন রাজনীতি, শোষণমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় কূপমণ্ডুক চিন্তা। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় সামাজিক সচেতনতা, গণপ্রতিরোধের আন্দোলন, আইনের কঠোর বাস্তবায়ন ও ধর্ষণ-নির্যাতনকারীদের শাস্তি প্রদান।

দেশের সকল নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য সারা দেশে ছাত্র-যুবক-নারী আজ প্রতিবাদে সোচ্চার। পথে নেমেছে বাম-প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক, নারী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রগতিশীল গণতন্ত্রমনা মানুষ।

'ধর্ষণ ও বিচারহীনতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ' এই প্লাটফর্মের ব্যানারে সম্প্রতি বেগমগঞ্জ, সিলেটসহ ঘটেযাওয়া ধর্ষণ-নির্যাতনের বিচারের দাবিতে ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর ঢাকা-নোয়াখালী লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ অক্টোবর রাজধানীর শাহবাগ থেকে লংমার্চ শুরু হয়ে, গুলিস্তান, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁও, চান্দিনা হয়ে কুমিল্লা টাউন হলে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেনীতে রাত্রীযাপন করে। পরদিন ১৭ অক্টোবর সকালে ফেনী হাজারী রোড-মহিপাল হয়ে ট্রাংক রোডে শহীদ মিনারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ অক্টোবর লংমার্চকারীদের উপর দফায় দফায় সন্ত্রাসী হামলা করেছে ফেনী ও দাগনভূঞায়। হামলাকারীরা নিজেদের পরিচয় গোপন করেনি। করবেই বা কেন? তারা ফেনী জেলা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সাংসদ নিজাম হাজারীর অনুসারী নেতা-কর্মী এবং রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী। 'ধর্ষকের কোন দল নেই'–মন্ত্রী-এমপিদের এই মিথ্যা দাবিকে চোখে আঙুল দিয়ে তারা প্রমাণ করে সারাদেশের ধর্ষক-নির্যাতকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার গড ফাদার আছে।

১৭ অক্টোবর ট্রাংক রোডস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাঙ্গনে সমাবেশ চলাকালীন সময়ে শহীদ মিনারের বাইরে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও নিজাম হাজারীর সন্ত্রাসী বাহিনী লংমার্চে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে মারধর করে। লংমার্চকারীদের প্রতিরোধে তারা তখন পিছু হটে।

পরে সমাবেশ শেষে ট্রাংক রোডে কুমিল্লা বাসস্ট্যান্ডের দিকে লংমার্চ যেথে থাকলে পুলিশ ও সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা লোহার রড় নিয়ে মিছিলে হামলা চালায়। হামলায় ২৩-৩০ জন নারী-পুরুষ আহত হয়। একই সময় দাগনভূঁয়ায় লংমার্চকে স্বগত জানানোর জন্য বাসদ-ছাত্র ফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা সমবেত হয়ে মাইকে প্রচার করার সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সেখানে হামলা চালায় এবং মাইক ভাঙচুর করে। হামলায় গুরুতর আহত হয় বাস ফেনী জেলার নেতা অজুন দাসসহ ৫-৬ জন। হামলাকারীরা দাগনভূঁয়ায় ব্যারিকেড দিয়ে লংমার্চের গতিরোধ করার চেষ্টা চালায়।

হামলা ও বাধা মোকাবিলা করে লংমার্চ ১৭ অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটায় নোয়াখালী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশে মিলিত হয়। উদীচী জেলা সভাপতি ও জেলা লংমার্চ প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মোল্লা হাবিবুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় ইনচার্জ নিখিল দাস, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল কাদেরী জয়, ছাত্র ইউনিয়নের মেহেদী হাসান নোবেল, ছাত্র ফ্রন্টের মাসুদ রানা, ছাত্র ফেডারেশনের গোলাম মোস্তফা, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, সিপিবির নারী সেলের সমন্বয়ক লক্ষ্মী রানী চক্রবর্তী, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার তপন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের রুখশানা আফরোজ আশা প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, নারীর জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে, মা-বোনদের সম্ভ্রম বাঁচাতে আবারও র† ³দয়ার নতুন ইতিহাস গড়লো এই ছাত্র-যুবক-নারী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। এই রক্তই বাংলাদেশে পুঁজিবাদী-ফ্যাসিবাদী, দুঃশাসনের দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করবে। নারী-পুরুষের সাম্য সমাজ গড়ার সংগ্রামকে বেগবান করবে। সমাবেশ থেকে লংমার্চে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়।

লংমার্চ থেকে ঘোষিত পরবর্তী কর্মসূচি হলো ১৯ অক্টোবর সারাদেশে বিক্ষোভ ও ২১ অক্টোবর রাজপথ অবরোধ।